সংবাদ

তারিখ: 14 MAY 2014 পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

শিক্ষা ভবনে দুর্নীতি

সেবার নামে হয়রানি ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না

● শীঘ্রই আন্দোলনে শিক্ষক-কর্মচারীরা

রাকিব উদ্দিন

হয়রানি আর ঘুষ আদায়ের আরেক নাম 'শিক্ষা ভবন'। শিক্ষকদের সেবা প্রদানের নামে এ ভবনে চলছে জিম্মি করে ঘুষ আদায়। ভবনে অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) ঘুষ লেনদেন, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য-বিবৃতিতে দুর্নীতি ও ঘুষের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকলেও শিক্ষা ভবন চলছে উল্টো রথে। বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ ও ঘুষের অঙ্ক। অর্থের গোছাতে মরিয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি বড় অংশ।

পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কর্মচারীর ঘুষের টাকা চুরি হচ্ছে, কর্মকর্তাদের পিতলের নেইম প্লেট খোয়া যাচ্ছে, পরিচালক ও উপ-পরিচালকদের পাত্তাই দিচ্ছে না সহকারী পরিচালকরা। অর্থের গ্রিন সিগন্যাল না পেলে পরিচালকেরা এমপিও'র ফাইলে স্বাক্ষর করছে না বলে অভিযোগ আছে। অনেক দফতরে জমে আছে ফাইলের স্তূপ। এমপিওভুক্তি ও শিক্ষক বদলি নিয়ে চলছে তুঘলকি কাণ্ড। ঘুষ না দিলে এমপিও প্রত্যাশী শিক্ষকের ফাইল গায়েব হয়ে যাচ্ছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, শিক্ষা ভবনে চলছে 'রাম রাজত্ব'। সাধারণ শিক্ষকরা এ ভবনকে দুর্নীতির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।

এ বিষয়ে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক নজরুল ইসলাম রনি সংবাদকে বলেন, 'এখানে ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না, চাহিদা অনুযায়ী টাকা না দিলে এমপিওভুক্তিতে জটিলতা পাকানো হয় অথবা ফাইল থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ হারিয়ে যায়।'

'শিক্ষা ভবনকে দুর্নীতি ও হয়রানি মুক্ত করতে শীঘ্রই আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে' বলেও জানান সরকার সমর্থক এ শিক্ষক

হয়রানি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

হয়রানি : সেবার নামে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেতা। শিক্ষা ভবনে ঘুষ গ্রহণের সময় হাতেনাতে ধরা পড়লেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তি না হওয়া বা লঘু শাস্তিদানের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বর্তমানেও মাউশি'র অভ্যন্তরে একাধিক অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম চলছে। ঘুষ গ্রহণ, বদলি বাণিজ্য করেও চিহ্নিত বহুজন ও শিবির কর্মকর্তারা এখন বহালতবিয়তে। তাদের শক্তিশালী সিন্ডিকেটের কাছে অসহায় শিক্ষা প্রশাসন। মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন কিছুদিন আগে সংবাদকে বলেন, 'ভবনে ঘুষ, দুর্নীতি ও হয়রানি আগের চেয়ে অনেক কমেছে। এখানে অনিয়ম করে কেউ পার পাবে না।'

ঘুষের টাকা চুরি

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের (সিটি কলেজ) চাপ থাকা অবস্থায় নিজ কক্ষ থেকেই গত ১৭ এপ্রিল শিক্ষা ভবনের কর্মচারী বাবর আলীর ব্যাগ চুরি হয়। এ ঘটনায় বাবর আলী শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। জিডিতে বলা হয়েছে, ব্যাগের মধ্যে ৯ হাজার টাকা ও সরকারি কলেজের এক শিক্ষকের বেতনের চেক ছিল। তবে মাউশি'র অন্য শাখার কয়েকজন কর্মচারী জানান, চুরি হওয়া ব্যাগে আরও বেশি টাকা ছিল; কিন্তু ওই টাকার হিসাব ছিল না বলেই তা জিডিতে উল্লেখ করা হয়নি।

মাউশি'র মহাপরিচালক টাকার ব্যাগ চুরি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন গত ২৩ এপ্রিল। ওইদিনই তিনি ব্যাগ চুরির ঘটনা খতিয়ে দেখতে এক সদস্যের (মাদ্রাসা শাখার সহকারী পরিচালক নাসির উদ্দিন) তদন্ত কমিটি গঠন করে তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমার নির্দেশ দেন।

দেরিতে ব্যাগ চুরির ঘটনা অবহিত করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। তিনি পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) অধ্যাপক আতাউর রহমান, পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক সফল বাড়ি মণ্ডল, উপ-পরিচালক ড. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সহকারী পরিচালক গৌর মণ্ডলের কাছে জানতে চান এত গুরুত্বের বিষয়টি কেন তাকে জানানো হয়নি? মহাপরিচালক বলেন, 'ব্যাগের ভেতর নিশ্চয় অবৈধ টাকা ছিল, নইলে ব্যাগ চুরির পরও কেন চুপ থাকল বাবর আলী? সং কারও ব্যাগ বা অন্য কিছু চুরি গেলে তৎক্ষণাৎ সবাইকে জানাবেন এবং খোঁজাখুঁজি করবেন। এটাই স্বাভাবিক।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এক পরিচালক ও সহকারী পরিচালকের সহযোগিতায় টাকার ব্যাগ চুরির ঘটনা ধামাচাপার চেষ্টা চলছে। তদন্ত কমিটির সদস্য নাসির উদ্দিন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'শুনেছি তদন্তের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও আমি লিখিতভাবে ওই দায়িত্ব পাইনি।'

এমপিও নিয়ে যা হচ্ছে

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মান্থলি পেমেন্ট বা এমপিও প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গত ২৭ এপ্রিল রাজধানীতে অনুষ্ঠানে বলেন, এ পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। দেশে ২৬ হাজার এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশই ভুঁইফোঁড়। উত্তরাঞ্চলে এমনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষকই ৫ জন। তিনি আরও বলেন, ১৯৮১ সালে এমপিওর যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থায় এর অবদান থাকলেও এখন একেবারেই নেই। আমি নিজেও এই পদ্ধতি নিয়ে অনুতাপী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে দেশে ২৬ হাজার ৮১টি সাধারণ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা, ৭৭৫টি কারিগরি কলেজ এবং কারিগরি স্কুলসহ প্রায় ২৮ হাজার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন। তাদের এমপিও বাবদ প্রতিমাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় পাঁচশ' কোটি টাকা। অথচ এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, ম্যানেজিং কমিটি গঠন ও অবকাঠামো উন্নয়নে শিক্ষা প্রশাসনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অভিযোগ আছে, সংশ্লিষ্টদের ঘুষ না দেয়ায় অসংখ্য যোগ্য শিক্ষক-কর্মচারী এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে এমপিওভুক্তির জন্যও মাউশি ও কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে ঘুষ ও উৎকোচ দিতে হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের। শিক্ষা প্রশাসন বারবার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ ও স্বজনপ্রীতির লাগাম টানতে পারছে না। মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার একটি স্কুলের শিক্ষক আবদুল গফুর এমপিও সংক্রান্ত বিষয়ে গত সোমবার শিক্ষা ভবনে আসেন। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'ছয় মাস ধরে ঘুরছি, কিন্তু এমপিও পাচ্ছি না। জানি না আমার অপরাধ কী? এখন বলা হচ্ছে, এমপিওভুক্ত হতে ৪০ হাজার টাকা লাগবে।'

দুর্নীতি ও বদলি বাণিজ্যের সিন্ডিকেট

মাউশি'র সহকারী পরিচালক (সরকারি কলেজ) এসএম জামাল উদ্দিন হায়দার ও সহকারী পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন) এটিএম শাহ আলমের বদলি বাণিজ্য সংক্রান্ত দুর্নীতির দুদক প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গত ১০ এপ্রিল সংস্থার মহাপরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন হাজারীবাগের ১৭/৫ গনকটুলী লেনের বাসিন্দা শেখ মো. জামাল হোসেন। তার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, মাউশিতে বর্তমানে অর্থের বিনিময়ে বদলি বাণিজ্য ও এমপিওভুক্তির কাজ চলছে, যা সরকারের জন্য ভাবমূর্তিহীন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই অবৈধ কাজের সঙ্গে একটি শক্তিশালী চক্র জড়িত রয়েছে।

'অর্থের বিনিময়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নুরুল ইসলামের বদলি এবং শিক্ষা ভবনের দুর্নীতি' শীর্ষক ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করতে গত ২১ এপ্রিল সংস্থার পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) প্রফেসর আতাউর রহমানকে নির্দেশ দেন মহাপরিচালক। কিন্তু কাকে দেয়া হবে ওই তদন্তের দায়িত্ব তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন আতাউর রহমান। কারণ বদলি বাণিজ্যের শিকড় অনেক গভীরে। তাদের খুঁটি অনেক শক্ত। অবশ্য ওই তদন্তের দায়িত্ব শিক্ষা ভবনের সবচেয়ে নম্র-ভদ্র কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত উপ-পরিচালক (বিশেষ) আবুল হোসেনকে দেয়া হয়েছে বলে জানান উপ-পরিচালক (প্রশাসন) শফিক আহমেদ সিদ্দিকী।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রফেসর আতাউর রহমান সংবাদকে বলেন, 'মহাপরিচালকের নির্দেশেই অভিযোগটি তদন্ত করা হচ্ছে।' জানতে চাইলে আবুল হোসেন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'বাবর আলীর তদন্তের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

ঘুষখোর ও দালালদের শাস্তি নেই

প্রফেসর ফাহিমা খাতুন ২০১৩ সালের ৭ জানুয়ারি মাউশির মহাপরিচালক হিসেবে (চলতি দায়িত্ব) নিয়োগ পান। তার আমলে গত বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি ঘুষ দিতে এসে ৫৭ হাজার টাকাসহ মাউশিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) এক কর্মচারী এবং ৪ দালাল ধরা পড়ে। চারজনেরই মোবাইল জব্দ করা হয়। আটক দালালরা হলেন ঝালকাঠির দুলাল তালুকদার, আবদুর রউফ, নোয়াখালীর সোহাইব আলম এবং সিরাজগঞ্জের ইসহাক আলী। এদের মধ্যে সোহাইব আলমকে ধরে তার পকেট খুঁজে নগদ সাড়ে ২৭ হাজার টাকা পাওয়া যায়। তার মোবাইলে মাউশির পরিকল্পনা পরিচালক ড. সিরাজুল হকের মোবাইল নম্বরও সেভ করা ছিল। আরও ছিল এমপিও শাখার কর্মচারী মাহবুবের নম্বর। মাহবুব নীলফামারি জেলার দায়িত্বে। এই ঘটনায়ও কারও কোন শাস্তি হয়নি।

পরবর্তীতে গত বছরের মে মাসে আবেদন ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা না দিয়েই জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ৩ শতাধিক শিক্ষককে এমপিও সুবিধা দেয় মাউশির একটি চক্র, যা তদন্তে প্রমাণিত হয়। তদন্তে তথ্যসহ এই জালিয়াতির দায়ে ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চিহ্নিত করা হয়, যাদের ১০ জনই শিক্ষা ভবনে কর্মরত। বাকি একজন নেত্রকোনা জেলার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষা ভবনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জালিয়াতি ও জোচ্চুরির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ করেছিল তদন্ত কমিটি। কিন্তু কারও তেমন শাস্তি হয়নি। যদিও পরবর্তীতে ২৮৭ জন শিক্ষকের এমপিও স্থগিত করা হয়।

প্রসঙ্গত, সাধারণত এমপিও সুবিধা পেতে একজন শিক্ষককে প্রথমে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে জেলা শিক্ষা অফিসে আবেদন করতে হয়।